Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, সোমবার, ২৩ মাঘ, ১৪২৩

## গণ-আন্দোলনের চাপে পিছু হটল প্রশাসন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩১ জানুয়ারি :** দুর্গাপুরে গণ-আন্দোলনর চাপে পিছু হটলো প্রশাসন। ২৮ জানুয়ারি সিপি.আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটি আহূত 'শিল্প বাঁচাও, কৃষি বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' দাবিতে বিপুল জনসমাবেশ প্রশাসনকে হকচকিয়ে দেয়। সমাবেশের ঢেউ জাতীয় সড়কেও পড়ে। এই সময় বর্ধমানের জেলাশাসক সৌমিত্র মোহনের গাড়িও থমকে যায়। যদিও স্বেচ্ছাসেবক ও সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ গাড়ি যাওয়ার রাস্তা করে দেন। কিন্তু জেলা শাসকের উত্তেজিত ভঙ্গিমার কথাবার্তা ও ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকির পরদিন থেকে শুরু হয়ে যায় ধড়পাকড়। সিটিসেন্টার থানায় সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সহ ২০০৬ জন কর্মী সমর্থকদের নামে জামিনঅযোগ্য ধারায় সাজানো মামলা রুজু হয়। রাতারাতি ৫জন সিপিআই(এম) কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সিপিআই(এম) নেতা কর্মীদের বাড়ি গিয়ে তল্লাশির নামে হুমকি গালিগালাজ শুরু করে। দুর্গাপুরের মানুষ এটা মেনে নেয়নি। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উদাসিন। তৃণমূলের কোনো রা

*—এরপর চারের পাতায়*

## ৩০ জানুয়ারি সম্প্রীতি দিবস পালিত হল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩০ জানুয়ারি :** সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালিত হল গান্ধী হত্যা দিনটি আজ জেলায় সর্বত্র। লেখক, শিল্পী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ জেলার সর্বত্র এই দিনটি গান-কবিতায় ও আলোচনা সভার মাধ্যমে পালন করেছেন। এদিন বর্ধমান শহরের বিজয়তোরণে এরকম একটি সম্পীতি সভায় মিলিত হন বুদ্ধিজীবীরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরূপ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাস পাল, অংশুমান কর, উদয়শঙ্কর মুখার্জী প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মনামী ঘোষ ও মৌমিতা চ্যাটার্জী। সংগীত পরিবেশন করেন পূজন সেনগুপ্ত।

মেমারি পুরানো বাসস্ট্যান্ডেও অনুরূপ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুতপা রায়। সভায় ''মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ও ভারতের সংবিধানিক কাঠামো রক্ষায় আমাদের দায়িত্ব'' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ড. সুকৃতি ঘোষাল, মুন্সী আজিস্বর রহমান, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৌমিত্র ব্যানার্জী।

কালনাতে বিভিন্ন অঞ্চলে সংহতি দিবস পালিত হয়। নিভুজিবাজার, কৃষ্ণদেবপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় নানান কর্মসূচির মধ্যে পালিত হয়েছে। বুদবুদ-গলসী এলাকাতেও আলোচনাসভার মধ্যে দিনটি পালিত হয়েছে।

## মেডিক্যাল সেলস কর্মীদের ধর্মঘট

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ ফেব্রুয়ারি :** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার স্বার্থে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যনীতি কার্যকর করতে চায় না। ওষুধের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করতে হবে, ভ্যাক্সিনের দাম কমাতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ কোম্পানিগুলি পুনর্জীবিত করার দাবিতে ওয়েস্টবেঙ্গল সেলস অ্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন ধর্মঘটে দারুণ সাড়া মিলেছে। জেলা জুড়ে মেডিক্যাল ও সেলস্‌কর্মীরা ধর্মঘটে শামিল হন। বর্ধমান জেলায় মেডিকেল ও সেলস কর্মীরা জেলা শাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। বর্ধমান শহরের ৪ জায়গায় পিকেটিং হয়। ৩৫০ জন ফিল্ড কর্মী সভাগুলিতে অংশ নেন। ইউনিয়ন অফিস থেকে মিছিল করে ফিল্ড কর্মীরা খোসবাগানে আসেন। সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচিতে তাঁরা যোগ দেন।

## প্রাক্তন আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী (১৯৯৬-২০০৬ সাল) এবং অলইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়নের অন্যতম নেতা, আইনজীবী নিশীথ অধিকারী ৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১টায় কলকাতার একটি নার্সিংহোমে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৫।

১৯৪৩ সালের ২ নভেম্বর বর্ধমান জেলার ভাতার থানার এরুয়ার গ্রামে নিশীথরঞ্জন অধিকারীর জন্ম। গ্রামের স্কুলে বিদ্যালয় স্তরে পড়াশোনা শেষ করে মামার বাড়ি কৃষ্ণনগরে চলে যান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে স্নাতক হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত। ১৯৬৭ সালে সিপিআই(এম) দলের সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁর লেখা দুটি বই 'নারীর আইনি অধিকার' এবং 'আইনি সহায়তামূলক' প্রকাশিত হয়। বই দুটিতে তিনি আইন ও বিচার প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ করে আইনের নানাবিধ দিক আলোচনা করেছেন। তিনি বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দুবার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রয়াত নিশীথ অধিকারীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মন্ত্রী নিরুপম সেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআই(এম) দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, সিপিআই(এম)

*—এরপর চারের পাতায়*

## যাত্রী সুরক্ষা ও জীবিকার স্বার্থে আন্দোলনের ডাক রেল হকারদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ৫ ফেব্রুয়ারি :** স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামে রেল হকার উচ্ছেদে রেল কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকলেও যাত্রী সুরক্ষায় কোনো নজর নেই। গরিব হকার থেকে যাত্রী সবাই মরছে। এই মানুষ মারার নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের ডাক দিলেন রেল হকাররা। ৪ ফেব্রুয়ারি কালনা শহরের মধুবন-এ অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার ইউনিয়নের (সিটু) কালনা সার্কেল-এর তৃতীয় সম্মেলন। নিজেদের জীবন জীবিকার কথা আলোচনার পাশাপাশি এই সম্মেলনে রেল যাত্রী সুরক্ষার কথাও উঠে আসে। তাই সংগঠিত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা। এদিন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য দুই নেতা দেবাশীষ ঘোষ ও সুবল দাস। ৮৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মনোজ বিশ্বাসকে সভাপতি এবং নারায়ণ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৭ জনের কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়। কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন অনুকূল বিশ্বাস।

## জেলা বিজ্ঞান মেলা ও শিশুবিজ্ঞান উৎসব রানিগঞ্জে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ ৫ ফেব্রুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ৪-৫ ফেব্রুয়ারি জেলা বিজ্ঞান মেলা ও শিশুবিজ্ঞান উৎসব। সংগঠনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা জেলায় বিজ্ঞানকেন্দ্র স্তরে আয়োজিত অঙ্ক অভীক্ষা, প্রবন্ধ রচনা, ক্যুইজ, বিজ্ঞানের খবর পাঠ, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী, পাওয়ার পয়েন্ট বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে রানিগঞ্জ হাই স্কুলের প্রাঙ্গণ। ৪ ফেব্রুয়ারি মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন করেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সিদ্ধার্থ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, টিডিবি কলেজের অধ্যক্ষ ড. আশীষ কুমার দে ও রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ-এর অধ্যক্ষা ড. ছবি দে এবং এ.ডি.আই অজয়কুমার পাল, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক কাশীনাথ চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অন্যতম জেলা সহসম্পাদক কল্লোল ঘোষ। ছাত্র-ছাত্রীরা ৪০টি মডেল প্রদর্শন করে এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

## রাতের অন্ধকারে পুলিশি নির্মমতায় ও শাসকদলের আগ্রাসী হামলায় ঘৃণায় জ্বলছে আউসগ্রাম

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ফেব্রুয়ারি :** মিথ্যা মামলায় আউসগ্রামের আদিবাসী নেতা সুরেন হেমব্রমকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এবং তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ৩১ জানুয়ারি মিছিল হয় সমগ্র জেলা জুড়ে। সালানপুরের জেমারি থেকে আল্লাডি পর্যন্ত মিছিল করেন আদিবাসীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী নেতা গিরিশ টুডু, সত্য হাঁসদা প্রমুখ। মিছিল হয় জামুরিয়া বাজারে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী আন্দোলনের নেতা বিনয় হাঁসদা, মানিক হেমব্রম, কাজল বাউরি, নারায়ণ গোপ, হারাধন গোপ প্রমুখ। আদিবাসী রক্ষা মঞ্চ ও সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চের উদ্যোগে মিছিল শেষে সিদো কানহু-র মূর্তির নিচে হয় পথসভা। ইতিমধ্যে আউসগ্রামে গত ১ ফেব্রুয়ারি সি পি আই (এম) নেতৃত্ব হাজির হয়ে আউসগ্রামের মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে এসেছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সৈয়দ হোসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলমগীর মণ্ডল, রবীন টুডু, প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মেটে সহ এলাকার নেতৃত্ব। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব শুকাডাঙ্গাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে শোনেন কীভাবে পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে সেদিন তাণ্ডব চালিয়েছে। গ্রামের মানুষ তাঁদের মদন হাঁসদার বাড়িতে নিয়ে যান। মদন হাঁসদা নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য। স্কুলের জমি শাসক দলের গ্রাস করার প্রতিবাদে শিক্ষক ও ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে ভাতের হাঁড়ি, উনুন ভাঙা হয়েছে। লুট করা হয়েছে ধান। মদন হাঁসদার স্ত্রী বাণেশ্বরী হাঁসদা তাঁদের জানান, পুলিশ ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী দীপালির বইগুলো ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। সজল চোখে দীপালিও জানায়, পুলিশ তার বই কেন পুড়িয়েছে! করোটিয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রহিত শেখ কাঁদতে কাঁদতে দেখায় তার শরীরে পুলিশের বুটের লাথির চিহ্নগুলি। আসফা সুলতানা, চামেলী খাতুন, মিতালী খাতুনরা জানায় তারা আতঙ্কে স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না। স্কুল শিক্ষককে পুলিশ কিভাবে মারা হয়েছে তার ভিডিও ফুটেজ দেখায় গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি নিরপেক্ষ তদন্ত হলে পুলিশ ও শাসকদলের হামলার ভিডিও ফুটেজ তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন। রবি হাঁসদা ছেলের উপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদ করে জানান, বিনা প্ররোচনাতেই পুলিশ তাঁর ছেলের মাথায় লাঠি মেরেছে। ক্ষতস্থানে অনেকগুলি সেলাই দিতে হয়েছে। ৩০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক, শিক্ষিকা পুলিশের লাঠি ও শাসকদলের আগ্রাসী হামলায় আহত। গোটা আউসগ্রাম এখন থমথমে হলেও শাসকদল এবং পুলিশের প্রতি মানুষের ঘৃণায় তুষের আগুনের মতো জ্বলছে।

অমল হালদার উপস্থিত গ্রামবাসীদের জানান, সুরেন হেমব্রমের মুক্তির দাবিতে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে ১০ হাজার আদিবাসী মানুষের জমায়েত হবে। জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। তারপর এই আউসগ্রামের থানা এলাকায় বিশাল সমাবেশ করব আমরা। অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, পুলিশ ও গুণ্ডাবাহনী আদিবাসী মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। মানুষের জোট গড়েই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। আউসগ্রামের মানুষ বুঝিয়ে দেবেন অন্যায়কে কোনভাবেই মেনে নেবেন না। এরপর পার্টি নেতৃত্ব চণ্ডীপুরে গ্রামে গিয়ে পুলিশের মিথ্যা মামলায় ধৃত আদিবাসী নেতা সুরেন হেমব্রমের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলেন। তাঁরাও জানান, শাসকদলের জমি হাঙর ও পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে, সেই লড়াইয়ে সবাই পাশে থাকবেন।

২রা ফেব্রুয়ারি সেভ ডেমোক্র্যাসির এক প্রতিনিধি দল কলকাতা থেকে আউসগ্রামে পৌঁছে শুকাডাঙ্গা, দায়েম নগর, আউসগ্রামের মুসলিম পাড়ায় গিয়ে আক্রান্ত গ্রামবাসী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা আউসগ্রাম থানায় গিয়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সি আই-র সাথেও কথা বলেন। ভারপ্রাপ্ত সি আই কৃষ্ণেন্দু ঘোষদস্তিদার তাঁদের আশ্বাস দেন, পুলিশ আর সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করবে না। শুধু এফ আই আর-এ যাদের নাম আছে তাদেরই ধরবে। সেভ ডেমোক্রাসি সংগঠনের পক্ষ থেকে দুটি সভা করা হয়। নেতৃত্ব গ্রামবাসীদের জানায়, ফের যদি পুলিশ এই সব গ্রামে হামলা চালায় তাহলে সেভ ডেমোক্রাসি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তীসহ অপু ঘোষ, সুব্রত ভট্টাচার্য ও দেবব্রত রায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মদন হাঁসদার স্ত্রী বাণেশ্বরী হাঁসদা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জেলা পুলিশসুপারকে

*—এরপর চারের পাতায়*

# নতুন চিঠি

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭


## শিক্ষামন্ত্রী উবাচ

গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষকদের সম্পর্কে যে অশিক্ষিত উক্তি করেছেন, তাতে প্রশ্ন জাগে পশ্চিমবঙ্গ কি আজ সত্যিই এমন একজন শিক্ষামন্ত্রী পাবার জায়গায় এসে পৌঁছেছে? শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিল এনে শিক্ষকদের শায়েস্তা করার সদর্প ঘোষণা না হয় তিনি করতেই পারেন, কেননা তিনি তৃণমূল নামক দলের সরকারের শিক্ষামন্ত্রীই তো বটেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসকে যথার্থতা দিতে গিয়ে তিনি যেভাবে সমস্ত শিক্ষক সমাজকে গরুর সাথে তুলনা করে তাঁদের 'দুষ্ট' ও 'শিষ্ট' এই দুইভাগে ভাগ করেছেন, তাতে সত্যিই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষানুরাগীদের স্বার্থে তিনি এই বিল আনবেনই। তাতে দুষ্ট গরু ব্যথা পেতে পারে, কিন্তু শিষ্ট গরুর রক্ষিত হবে।

এই কুরুচিকর মন্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রীর অনুরূপ কোনো তুলনা খোঁজার চেষ্টা যদি কেউ করেন, তাহলে তাও সমান কুরুচিকর হবে। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যের কোনো প্রতিবাদ সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে থেকে প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল, এমন কোনো সংবাদও নেই। কারণটা কি ভীতি? ভীতির কারণ অবশ্যই আছে, কেননা পশ্চিমবঙ্গে তো ভীতির রাজত্বই চলছে। কিন্তু তাকে মেনে নিয়ে মাথা নিচু করে থাকলে তো এই অশালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতির আগ্রাসনই গভীরতর হবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, শিক্ষকদের যথাযথ দায়িত্ব পালনেও অনেক ক্ষেত্রেই ঘাটতি আছে, কিন্তু এই প্রস্তাবিত আইন এবং কুবাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে কি তার দূরীকরণ সম্ভব হবে? না কি শিক্ষকরা গরু এবং শিক্ষামন্ত্রী রাখাল হয়েই থাকবেন?

## শংকর সরকারকে স্মরণ করলেন প্রেস ক্লাব ও নতুন চিঠির বন্ধুরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ ফেব্রুয়ারি :** 'নতুন চিঠি' পরিবারের এবং প্রেস ক্লাবের প্রবীণ সদস্য প্রয়াত শংকর সরকারের স্মরণসভা হয়ে গেল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রেস কর্ণারে। 'নতুন চিঠি' এবং 'জেলা প্রেস ক্লাব'-এর যৌথ উদ্যোগে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক মধুসূদন হাজরা চৌধুরী, তারক রায় এবং প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জী। সভা শুরু হওয়ার আগে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিক। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সমস্ত বক্তাই বৃদ্ধ বয়সে শংকরদার তারুণ্য, নিষ্ঠা এবং সবাইকে আপন করে নেওয়ার গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, শংকর সরকার ৮২ বছর বয়সে ১ জানুয়ারি প্রয়াত হন। স্মৃতিচারণা করেন তাঁর কন্যা সঞ্চয়িতা সরকার। মঞ্চ উপস্থিত সাংবাদিক ছাড়াও স্মৃতিচারণা করেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ, সুখেন্দুবিকাশ নন্দী, অরুণ মজুমদার, সময়ের ডাক

পত্রিকার পক্ষে শিবশংকর চ্যাটার্জী, আমিনুর রহমান সহ আরও অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পার্থ চৌধুরী।

এদিনের সভা থেকে নতুন চিঠি পত্রিকার লেখক এবং প্রাক্তন আইনমন্ত্রী প্রয়াত নিশীথ অধিকারির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

## এক ডজন প্রশ্ন

১. হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ রেললাইন বসানোর কাজ কবে শেষ হয়েছিল?
২. ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখি কবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
৩. ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কবে কার কাছ থেকে বার্ষিক কত টাকা ভাড়ায় দার্জিলিং অধিকার করেছিল?
৪. কমিউনিস্ট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সাংসদ মহবুব জাহেদী কবে কোথায় জন্মান?
৫. ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন সার্ভিস বোম্বাই-কুরলার মধ্যে কবে চালু হয়?
৬. যেদিন ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় সেইদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল; দিনটি কবে?
৭. কলকাতা বইমেলায় আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষতি কবে হয়েছিল?
৮. ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে আর কে কোন্ বছর পেয়েছিলেন?
৯. গাড়ির টায়ার কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
১০. ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার জয়ী শঙ্খ ঘোষ-এর আসল নাম কী? তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন?
১১. 'অক্সিজেন' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে মৃত্যু? জন্ম কবে হয়েছিল?
১২. স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার কবে প্রয়াত হন? কবে তাঁর জন্ম?

**(উত্তর শেষের পাতায়)**

# বিজেপি সরকারের প্রচার-সর্বস্ব বাজেট

**অরূপ চট্টোপাধ্যায়**

নোট বাতিলের ধাক্কায় ভারতীয় অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। ছোট ছোট শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্র বন্ধের মুখে। কৃষকেরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ বা কালো টাকার রমরমা বন্ধ করা যায়নি। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই সালের (২০১৭) বাজেট পেশের সময় অন্তত কবুল করেছেন নোট বাতিলের ধাক্কায় অর্থনীতির কাজ কারবার কমেছে এবং এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমবে ০.৫ শতাংশ, যা আবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এবং অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী কমবে ১ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশ (যা দেড় থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকার সমান) এবং এই কুফল হবে দীর্ঘস্থায়ী। এর থেকে মুক্তি পেতে এখন আমাদের দরকার দেশে কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি ঘটানো এবং সেই অনুযায়ী বাজেটে নীতি নির্ধারণ করা।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০-৯১ সাল থেকে বিশ্বায়নের নীতিগ্রহণের ফলে দেশে আজ বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছে। দেশে ৯০ শতাংশ জনগণের মালিকানায় যে সম্পদ আছে তা মাত্র ১ শতাংশ ধনীদের সমান। ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। আগে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস ছিল ভারতে, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক-চতুর্থাংশ। এর সাথে আছে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বৃদ্ধি। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে এবং মাসিক স্বল্প বেতনের অসংগঠিত শ্রমিকের পরিমাণ (যা বর্তমানে ৯২ শতাংশ) দিন দিন বাড়ছে। এগুলিকে রোধ করার জন্য বাজেটের অভিমুখ হওয়া উচিত দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষার দিকে।

২০১৭-র কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্রগুলি প্রচার করছে এই বাজেট জনমোহিনী বাজেট। প্রণব মুখার্জী বা ইন্দিরা গান্ধির আমলের বাজেট আবার ফিরে এল। ধনীদের স্বার্থ না দেখে গরিব মানুষকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পে (মনরেগা) প্রচুর অর্থের সংস্থান করা হয়েছে। পাঁচ বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়নের স্বার্থে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মূলধনী বায়ের ক্ষেত্রে প্রায় ২৫.৪ শতাংশ অর্থ সংস্থানের বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধারের জন্য বিজয় মাল্যের মতো ঋণখেলাপী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। কালো টাকা ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সর্বোপরি, ফিস্‌ক্যাল নীতিতে শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজকোষে ঘাটতি ৩.২ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এক কথায় এবারের বাজেট সময়োপযোগী এবং ত্রুটিমুক্ত। এই বাজেটের ফলে দেশে কার্যকরী চাহিদা বাড়বে এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।

কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে এবারের বাজেট মূলত প্রচার-সর্বস্ব, কিছু সংখ্যার কারিকুরি এবং সংকোচনশীল। দক্ষিণপন্থী সরকারের আর পাঁচটা বাজেটের মতো এই বাজেটও গরিব শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী। এবারের বাজেটে পরিকল্পনা ব্যয় ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। ব্যয়গুলিকে শুধু দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : রাজস্ব ব্যয় ও মূলধনী ব্যয়। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটের সাথে তুলনায় করে দেখানো হয়েছে এবারের বাজেটে মূলধনী ব্যয় বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। কিন্তু এই হিসাব ধরা উচিত ২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেটের উপর। দেখা যাচ্ছে, গত বছর সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ৩৩ হাজার কোটি টাকা বেশি খরচ হয়েছে, অপরদিকে রাজ্যস্ব ব্যয় কম ছিল। সেই হিসাব ধরলে এবারে মূলধনী ব্যয় বেড়েছে মাত্র ১০.৭ শতাংশ। আবার জাতীয় আয়ের প্রেক্ষিতে হিসাব করলে দেখা যায়, এই মূলধনী খাতে ব্যয় কমছে। গত বছর এই ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের ১.৮৬ শতাংশ, যা এবারে কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫১ শতাংশ (রেলের হিসাব বাদ দিলে)। অন্যদিকে রাজস্ব খাতে ব্যয় গত বছর ছিল জাতীয় আয়ের ১৩.৩৬ শতাংশ, যা এই বাজেটে কমে দাঁড়িয়েছে (রেল বাদে) ১২.৪২ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই বাজেটে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে কমেছে এবং এই বাজেটটি সংকোচনশীল অর্থাৎ এর ফলে দেশে সামগ্রিক কার্যকরী চাহিদা বাড়বে না এবং বিমুদ্রাকরণের জন্য অর্থনীতিতে যে সংকোচন চলছে তা রোধ করার কোনো

ব্যবস্থা এই বাজেটে নেওয়া হয়নি।

বাজেট পেশের আগের দিনে অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে দেশের ৮টি মূল শিল্পে গত বছর ১ লক্ষ ৩৩ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল যা এবছর বেড়ে হবে মাত্র ৫৫ হাজার, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম। মনে রাখতে হবে, বিমুদ্রাকরণের জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এখন কাজ হারিয়েছে। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কোথায়? সেই সমস্ত শ্রমিক কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। অনেকে বলবেন, তাদের নতুন করে কাজের জন্য এই বাজেটে 'মনরেগা' খাতে অনেকটা অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কিন্তু গত বাজেটে এই কর্মসংস্থানের খাতে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৭৪০০ কোটি টাকা যা এই বাজেটে বেড়ে হয়েছে ৪৮,০০০ কোটি টাকা। এই ৬০০ কোটি টাকার বৃদ্ধিকে কি বিশাল বৃদ্ধি বলা যায়? আবার মুদ্রাস্ফীতির কথা ধরলে, এই খাতে প্রকৃত বৃদ্ধি আসলে কমেছে। অতএব মোদি সরকারের ঘোষিত বছরে ২ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের বিষয়টি স্বপ্নেই থেকে গেল।

এই বাজেটে বলা হয়েছে, কৃষকদের আয় আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হবে। 'আচ্ছে দিন' আসার মতো এই প্রস্তাবও কৃষকদের এবং আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য বীমা, কৃষিঋণ ব্যবস্থা, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান কোথায়? গত বাজেটের তুলনায় এই বাজেটে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য অর্থবরাদ্দ মাত্র ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির কথা ধরলে প্রায় শূন্য শতাংশে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে কৃষি গবেষণার জন্য একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ICAR, যার জন্য অর্থ বরাদ্দ এই বাজেটে কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। গতবারের তুলনায় গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে ৯০০০ কোটি টাকা বেশি ধরা হচ্ছে, যদিও প্রকৃত হিসাবে (মুদ্রাস্ফীতি হবে ধরে নিয়ে) আগের তুলনায় কম। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, মিড-ডে-মিল-এর মতো প্রকল্পেও খরচ প্রায় একই থাকছে। অতএব বাজেট নথি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, গ্রাম ও গরিবের জন্য খরচ হচ্ছে বলে যতটা প্রচার করা হয়েছে, সেই তুলনায় বরাদ্দ বাড়েন।

এই বাজেটে ধরা হয়েছে, রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়াবে ৩.২ শতাংশ (যদিও পূর্বঘোষিত ৩ শতাংশের বেশি) যেটিকে অনেকেই প্রচার করছেন অর্থমন্ত্রীর কৃতিত্ব হিসাবে। কিন্তু এর পিছনে যে বিষয়গুলি লুকিয়ে আছে তা একটু দেখা যাক। বর্তমানে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের উপর বেশি কর থাকার কারণে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ঘটছে। এর উপর ধরা হয়েছে আই.আর.সি.টি.সি এবং জি.আই.সি-এর মতো তিনটি লাভজনক সংস্থার বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ৭২৫০০ কোটি টাকা সরকারের আয় হবে। কিছুটা ব্যক্তিগত আয়কর ছাড়ের কারণে (৫ লক্ষ টাকা বছরে আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর ১০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫ শতাংশ) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে (৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে) করের হার ৩০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ করার কারণে এবার প্রত্যক্ষ কর কমবে ২০,০০০ কোটি টাকা, কিন্তু একই সাথে পরোক্ষ কর বাড়বে ৬০,০০০ কোটি টাকা। এর সাথে আছে, এবছরের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যও বিশাল পরিমাণ অগ্রিম কর আদায়ের পরিমাণ। (প্রায় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে)। এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, এবার অনুমিত রাজস্ব আয় কমবে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ঘাটতিকে ৩.২ শতাংশে ধরে রাখার জন্য মোট ব্যয়কে কমাতে হবে—যে কারণে এবারের বাজেট হয়ে উঠবে সংকোচনশীল। এই সংকোচন আরো বাড়বে যখন অগ্রিম প্রদেয় করের অনেকটা অংশই সরকারকে ফেরত দিতে হবে। নোট বাতিলের কারণে কালো টাকাকে সাদা করার জন্য ধনী ব্যক্তিরা এই অগ্রিম কর দিয়েছে, যা পরে তারা ফেরত পাবে এবং তখন রাজস্ব ঘাটতি ৩.২ শতাংশ ধরে রাখা যাবে না। আবার এই সংকোচনশীল বাজেটে দেখা যাচ্ছে, একটি বিশাল পরিমাণ আয় বৃদ্ধির সংস্থান করা হয়েছে পরোক্ষ কর (দ্রব্য ও সেবার উপর আরোপিত কর) থেকে—যা মূলত সাধারণ গরিব মানুষ বেশি করে বহন করে থাকে।

বাজেট প্রস্তাবের সময় অরুণ জেটলি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রকৃত ধনীরা আয়করে ফাঁকি দিচ্ছেন। গত পাঁচ বছরে দেশে নতুন গাড়ি বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ, বিদেশে গেছেন দু কোটির বেশি লোক। কিন্তু দেশে ব্যক্তিগতভাবে আয়কর দেন মাত্র ৭৬ লক্ষ লোক, যার মধ্যে ৫৬ লক্ষই বেতনভুক। অর্থাৎ বড় অংশের ব্যবসায়ী শিল্পপতি বা ধনীব্যক্তিরা আয়কর প্রদানের বাইরে রয়ে গেছেন। তাদের দায়ভার বহন করে চলেছে সাধারণ গরিব মানুষেরা। এই কর ফাঁকি বন্ধ করার প্রস্তাব নেই এবং ধনী কৃষকও ভূ-স্বামীদের আয়করের আরোপের কোনো প্রস্তাব নেই। অর্থাৎ কালো টাকা সৃষ্টির আওতায় আনার জন্য কৃষির উপর আয়কর উৎসমূল অব্যাহত থাকছে। অর্থমন্ত্রী বিজয় মাল্য বা ললিত মোদির উদাহরণ দিয়ে বলেন, কর বা ঋণ ফাঁকি দিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেলে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। কিন্তু যাঁরা দেশের মধ্যে কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাঁদের কি করা হবে? ব্যাঙ্কগুলির মোট ১১ লক্ষ কোটি টাকার মতো অনাদায়ী ঋণ (এন.পি.এ) পড়ে আছে—যার বড় অংশটিই বড় বড় শিল্পপতিদের কাছে। এই বাজেটে তা আদায়ের কোনো প্রস্তাব রাখা হয়নি। এমনকি, পুরানো দাবিমতো তাঁদের নাম

*—এরপর চারের পাতায়*

# বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

## শতবর্ষের প্রাক্কালে আচার্য সুশীলকুমার সিদ্ধান্ত

**গৌতম চট্টোপাধ্যায়**

‘বর্ধমান’ নামটি চতুর্থ জৈন ধর্মাচার্য তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের নাম থেকে উৎপন্ন বলে একশ্রেণির ঐতিহাসিকের বিশ্বাস। সংস্কৃতে বর্ধমান শব্দের অর্থ ‘যা ক্রমশ প্রসার লাভ করছে’। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের গঙ্গানদীর এই নিম্ন অঞ্চল অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গের ‘বর্ধমান’ অতি সুপ্রাচীন জনপদ এবং কালে কালে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাচর্চায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশের মানচিত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

রসায়নশাস্ত্রে গভীর অধ্যয়ন এবং তার প্রসারে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে বর্ধমানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন আচার্য সুশীলকুমার সিদ্ধান্ত, যাঁর চিরবিশ্রাম বর্ধমানে। তিনি জন্মেছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজশাহী জেলার নাটোরে ১৯১৭ সালের ১ মার্চ। সেই হিসেবে তাঁর শতবর্ষ পালনের দিন আসন্ন। ‘নতুন চিঠি’-র তরফে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে এই স্মরণিকা।

তাঁর গুণমুগ্ধ অধ্যাপক রাজর্ষি ঘোষের একটি লেখা থেকে তাঁর জীবন-পঞ্জি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক্।

- **জন্ম :** ১৯১৭ সালের ১ মার্চ।
- **স্থান :** নাটোর। জেলা রাজশাহী।
- **ম্যাট্রিকুলেশন :** ১৯৩৩। নাটোর মহারাজা জে. এন. এইচ. ইস্কুল।
- **আই.এস.সি. :** ১৯৩৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ‘মোহিনীমোহন বৃত্তি’ অর্জন।
- **রসায়নবিদ্যায় স্নাতক :** ১৯৩৭। রাজশাহী কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **রসায়নবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি :** ১৯৪০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **খয়রা রিসার্চ স্কলারশিপ :** ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে স্বনামধন্য রসায়নবিদ অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের কাছে। যদিও এক বছরের অধিক সময় তিনি গবেষণার কাজ করেছিলেন, অনিবার্য কারণবশতঃ সেই কাজ শেষ করার আগেই তিনি ফিরে যান তাঁর নিজের পড়া রাজশাহী কলেজে। ঔপনিবেশিক বাংলায় রসায়নবিজ্ঞানের প্রসার ঘটাবার লক্ষ্যে তিনি লেকচারার পদে যোগ দিলেন রাজশাহী কলেজে। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা শ্রেয় দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োজিত হবার সেই শুরু।
- **লেকচারার :** ১৯৪২-এর আগস্ট থেকে ১৯৪৭। দেশ বিভাগের ফলে ১৯৪৭-এ বদলি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসেন।
- **অধ্যাপক :** প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৯৫০।
- **গবেষণাপত্র :** ১৯৪৮ সালে তাঁর গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক রসায়নসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যার সাহায্যে ‘‘ধাতব জটিল যৌগের স্থায়িত্ব ধ্রুবক’’ নির্ণয় করা সম্ভব।
- **পুনরায় লেকচারার :** খড়গপুরের আই.আই.টি-র রসায়ন বিভাগে

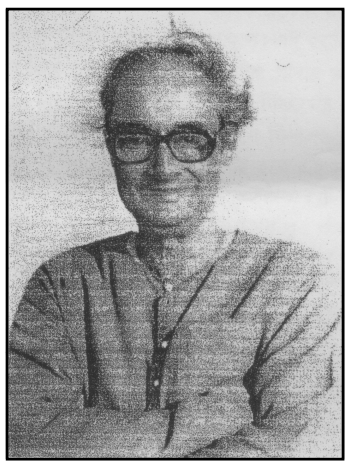

১৯৫১ সালে। নবপ্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষানিকেতনে, প্রথম ডিরেক্টর বিশিষ্ট রসায়নবিজ্ঞানী ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের আহ্বানে তিনি পদের মোহ অথবা আর্থিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে গোড়া থেকে প্রতিষ্ঠানের রসায়নবিভাগ গঠনে নিযুক্ত হয়ে পড়েন।

- **এম এস শিক্ষালাভ :** ১৯৫৬ সালে আই. আই. টি খড়গপুর থেকে সরাসরি ‘ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়’, আমেরিকাতে গমন করেন ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়তে। এম.এস. পাঠক্রমের সমস্ত পেপার ও ‘থিসিসে’ তিনি ‘এ’ গ্রেড অর্জন করেন। দেশে ফেরার পর ‘ভূতত্ত্ব রসায়নে’র সহকারী অধ্যাপকের কাজে যোগ দেন তিনি, যা তখন আমাদের দেশে একটি নতুন ধারণা বলেই বৌদ্ধিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল।
- **বর্ধমান অধ্যায় :** ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন। এক কাজপাগল মানুষ ও নতুন নতুন বিভাগ, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন যাদবপুর প্রতিষ্ঠা করে যিনি শিক্ষার প্রসারে বিপুল অবদানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁর আহ্বানে আচার্য সুশীল কুমার সিদ্ধান্ত ১৯৬৩ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রসায়ন বিভাগে যোগ দিলেন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে। এক স্থপতি গড়ে তুললেন আবার এক অনন্য কীর্তি।
- **অবসর গ্রহণ :** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৮২ সালে রসায়ন বিভাগকে শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে দিয়ে।
- **প্রয়াণ :** ১৯৮৮ সালের ৩ আগস্ট।

তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, ছিলেন দেশমাতৃকার এক উৎকৃষ্ট সন্তান, পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করার আদর্শে অনুপ্রাণিত এক নিবেদিত প্রাণ। মোহমুক্ত, নির্লোভ, অজাতশত্রু, সরল জীবনযাপনে তিনি উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন পরের প্রজন্মের কাছে। যে সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলে সরলতার প্রকাশ ঘটে তা অর্জন করা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং খুব কম মানুষই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আচার্য সিদ্ধান্ত পেরেছিলেন এবং সেই অর্থে তিনি ক্ষণজন্মা এক পুরুষ।

কবিগান ও ছড়া লেখাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরাধীন দেশে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রায়শই তিনি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসককে বিদ্ধ করতেন। তাঁকে ইংরেজ গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারেননি শুধুমাত্র তার বিপুল জনপ্রিয়তার জন্য। চতুর্দিকে তাঁর অসংখ্য প্রতিবেশী গুণমুগ্ধ ও শিক্ষকদের নিরাপত্তা বলায় ভেদ করে ইংরেজ পুলিশ প্রবেশ করার সাহস দেখায়নি শুধুমাত্র বিপুল প্রত্যাঘাতের ভয়ে।

রাজশাহী কলেজে থাকাকালীন যাত্রা ও নাটকে অভিনয় করতেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। বর্ধমানে ‘মৌলিক’ এবং ‘মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্র’-এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

সমসাময়িক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল সব বিষয়েই তাঁর ছিল মসৃণ পদচারণা। পাহাড়ি দুর্গম এলাকা নিয়ে তাঁর মজার একটি ছড়া—

‘‘রেলগাড়ি নেই বটে নেপালে,
সেথায় মোটর গাড়ি তো চলে।
গর্ব তাহার এই,
তিব্বতে তাও নেই।’’

নাটোর মহারাজ শাসিত, বর্ধমানও তাই। তিনি নাটোরে তাঁর জীবনমঞ্চে অবতীর্ণ হন আর বর্ধমানে তাঁর উজ্জ্বল কর্মজীবনের শেষে মঞ্চ থেকে প্রস্থান। তিনি ছিলেন নাটোর আর বর্ধমানের মাঝে যোগসূত্র রসায়নের মহারাজা।

আর এক কাব্যিক সমাপতন। নাটোরের বনলতা সেন, যিনি জীবনানন্দ দাশের কলিকল্পনা নাও হতে পারেন, কারণ সমসাময়িকরা অনেকেই বলেন স্নিগ্ধদর্শনা এক গণিতের অধ্যাপিকা ছিলেন রাজশাহী কলেজে যাকে দেখে অনুরক্ত কবি বনলতা সেনকে নির্মাণ করেছিলেন। কে জানে আচার্য সিদ্ধান্ত রাজশাহী কলেজে তাঁকে চিনতেন কি না?

আর এক সমাপতন। আচার্য সিদ্ধান্ত তাঁর গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সুকুমার সেন রোডে, বোরহাটে। ভাষাচার্যের নামাঙ্কিত সরণিতে আশ্রিত হবেন বিজ্ঞানাচার্য এই তো স্বাভাবিক।

আমরা যেন আমাদের গৌরবময় অতীতকে অনুশীলন করে নিজেদের এই মনীষীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী করে তুলতে পারি। সেই আশায় ব্যাপৃত থাকাই এই মুহূর্তের দাবি।

ঋণ স্বীকার : রাজর্ষি ঘোষ, উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত, অলকা সিদ্ধান্ত, প্রদীপ দাঁ, সত্য ভট্টাচার্য, রমজান আলি ও তপন চক্রবর্তী।

## বন্ধ হোক এই অনৈতিক প্রতিযোগিতা

**তাপস সামন্ত**

বর্তমানে আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা অসংখ্য প্রতিযোগিতার পিছনে কতটা নৈতিকতা আছে, কিংবা সেগুলি বাস্তবিকভাবে কতটা লোভী মানসিকতা থেকে পরিচালনা করা হয় তার দু-একটি উপমাসহ পর্যালোচনা করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। অনেকে হয়তো বলবেন এগুলো সবই বাজার অর্থনীতির প্রভাব। সে যাই হোক, এরই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কীভাবে শিশু শ্রম অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে সেটাই এখানে বিশ্লেষণ করতে চাই। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, কীভাবে প্রতিযোগিতার চাপ আমাদেরকে ধীরে ধীরে অনৈতিক করে তুলছে। তবে, আমি সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করছি না, বরং প্রতিযোগিতার পিছনে লুকিয়ে রাখা লোভী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দক্ষতা এবং নৈতিকতা শব্দদুটির পারস্পরিক সম্পর্ক খুব জটিল। অনেক সময় নৈতিক শর্ত তৈরিই করা হয় কোনো সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার স্বার্থে। সেই জন্যই শিশুদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা নৈতিক দিক থেকে অপরাধ, আবার আমরা অনেকেই এটা করে থাকি নিজেদের প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়ে রাখার জন্য। তবে নৈতিকতা যখন সামাজিক সহমর্মিতাকে প্রাধান্য দেয় তখন দক্ষতাও সমাজের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় এটা লোভী-মুনাফার জন্যই নিয়োজিত থাকে। আবার অনেক সময় দক্ষতা ও নৈতিকতার মধ্যে অমিলও লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিশুদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা নৈতিকতার দিক থেকে অপরাধ, তেমনই মূলধনী বাজারে এদের সহজেই ব্যবহার করা যায়। কারণ, উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ পরিবারে শিক্ষার সুযোগ কিংবা অপুষ্টি ও অসুখের বিকল্পই হলো শিশুশ্রম। সেই কারণে শিশু-শ্রম ব্যবহার অনৈতিক হলেও এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রটি অদক্ষ নয়।

হতে পারে, একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকার জন্য, মূলধনী বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য শিশুরা নানাভাবে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছে। যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক অপেক্ষা শিশু শ্রমিকের মজুরি মূল্য অনেক কম তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিকদের ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় প্রতিযোগী সংস্থা ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বাধ্য হয় কম মজুরি মূল্যের শিশু-শ্রম নিয়োগ করতে। এমনকি যদি কেউ নৈতিকভাবে শিশু-শ্রম ব্যবহারের বিরোধী হয় তাহলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষতির মুখেও পড়তে হতে পারে। অন্যদিকে যদি কোনো বাবা-মা তাদের শিশুসন্তানদের কাজের বাজারে পাঠাতে বাধ্য হয়, তাহলে তারা পারিপার্শ্বিক অন্য পরিবারের তুলনায় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানও (খাদ্য ও সামাজিক অবস্থান) পায়, যা এই ধরনের অন্যান্য পরিবারগুলিকে শিশু-শ্রমিক সরবরাহের প্রতিযোগিতায় যেতে বাধ্য করে। এইভাবে দেখা যায় চাহিদা ও যোগান উভয় দিক থেকেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু-শ্রমিক বাজারে আসতে থাকে, যদিও শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করা সামাজিকভাবে অনৈতিক।

□

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানাভাবে বাণিজ্যিক খেলাধূলার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। যার মাধ্যমে হয়তো কিছু অর্থের সংস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হচ্ছে, কিন্তু এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের অবনমন ঘটছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তারা সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করছে যেটা নানাভাবে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে সংঘাত তৈরি করছে। আমাদের দেশে কিংবা রাজ্যে এখন কিছু প্রাইভেট ইউনিভারসিটি খোলা হয়েছে যেখানে বোঝাই যাচ্ছে না তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী? উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, নাকি অর্থ উপার্জন? সম্প্রতি এরা নানা বিষয়ের উপর অনলাইন পঠন-পাঠন ব্যবস্থা চালু করেছে যা বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সফল, কিন্তু এই ধরনের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব লক্ষ্যভিত্তিক ছাত্রদের শিক্ষাদান বা গবেষণায় মারাত্মক ক্ষতি করছে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্তমানে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নিজেদের নানাভাবে যুক্ত করেছে। যা তাদের মূল লক্ষ্য— ভালো ছাত্র, ভালো শিক্ষক, ভালো শিক্ষাদান ব্যবস্থা তৈরির বিরুদ্ধেই পরিচালিত করছে।

□

উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে প্রতিযোগিতা আমাদের কীভাবে অনৈতিক অবস্থান নিতে বাধ্য করছে। এখন সমাজ কি এগুলোর বিরোধিতা করবে? আবার, আপাতভাবে এই বিরোধিতার অর্থ হলো উন্নয়নের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। যেমন শিশুশ্রম, শিশু কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দুটোরই উন্নতি ঘটায়। প্রশ্ন হচ্ছে, একে প্রতিহত করতে গেলে যে সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থাটা শিশুর থাকা দরকার সেটা সমাজে আছে কিনা। আবার অনেকে এটাও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে পয়সা থাকলে তবেই তারা লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিনটি সংশোধন আনতে পারলে বা ব্যবস্থা করতে পারলে কিছুটা এই অনৈতিক অবস্থান কমানো যেতে পারে। (১) নানা সংশোধনের মাধ্যমে বাজারের চাপ কমানো, (২) নৈতিক আগ্রহ বাড়ানো (৩) সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা। আসলে যদি জনতার অভিমত প্রকৃতই শিশু-শ্রমের বিরোধী হতো, তাহলে তো যে প্রতিষ্ঠান শিশু-শ্রম ব্যবহার করে না তার উৎপাদিত পণ্যের দামই কম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই দেখা যায়। তাই জনতা, কে জুতো তৈরি করছে সেটা অপেক্ষা জুতোর দাম কম কিনা সেটাই দেখে। ঠিক একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় যদি অতিরিক্ত মুনাফা-লোভী হয়ে পড়ে তাহলে অনিবার্যভাবেই সে তার নৈতিক কর্তব্য থেকে দূরে সরে যায়। তাই, নৈতিকভাবে যদি জনগণের মধ্যে এর বিরুদ্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় সেক্ষেত্রে অনেক ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো যে, নৈতিক অবস্থান বেশিরভাগ সময়েই প্রতিযোগিতার কাছে হার মানে বা পিছু হটে। আবার সরকারি আইনের মাধ্যমে যেটা করা হয় তা মূলত দাম কমানোর প্রচেষ্টাকেই সমর্থন করে এবং কার্যত অনৈতিক অবস্থানটাই গুরুত্ব পায়। কারণ, শিশু-শ্রমিক দূরীকরণের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাটাই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই, এক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সরকারি আইনের উপর নির্ভরশীল হয়ে খুব লাভ হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতা হলো প্রাযুক্তিক উন্নয়নের মৌলিক উৎস। আবার, বাজারের গতিও অনেক সময় অনৈতিক উৎপাদনকে সমর্থন করে বাড়তি মুনাফার জন্য। তাই নৈতিক আগ্রহ এবং আইনের হস্তক্ষেপ উভয়েরই যথাযথ প্রয়োজন।

## সাপ দেখলেই মারা উচিত নয়

**ধীমান ভট্টাচার্য :** ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা একটা। সবে খেতে বসেছি। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। একটা অচেনা নম্বর। ফোনটা ধরতেই একটা উত্তেজিত কণ্ঠ—টিকলুদা তাড়াতাড়ি এসো, আমাদের রান্নাঘরে ফ্রিজের নিচে একটা বিরাট সাপ। মনে হচ্ছে গোখরো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় থেকে বলছ? সে বলল—আমি ভাতাড় গ্রাম থেকে অলোক বলছি। বললাম—শান্ত থাকো এবং সাপটার উপর নজর রাখ আমি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে বাইক নিয়ে ছুটলাম। দেখি বাড়ির বাইরে অনেকেই জড়ো হয়েছেন। কয়েকজন অতি উৎসাহী সাপটাকে দেখতে একটু এগিয়ে ঘরের সামনে উঁকি দিচ্ছে। আমি বললাম—আপনারা আমাকে একটু দেখতে দিন। আমি বের করে আনছি। কেউ একজন বলে উঠল—বের করার দরকার নেই ওটাকে মেরে দাও। পাশ থেকে আরেকজন মহিলা বললেন—না না, ওটা বাস্তু ওকে মেরো না। যাইহোক টর্চ এবং ঠং (সাপ ধরার যন্ত্র) নিয়ে ঢুকলাম, দেখি ফ্রিজের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটি বিরাট দ্যাঁড়াস বা ঢ্যামনা (Ratsnake), রান্নাঘরে ইঁদুর ধরতে ঢুকে বেচারা বিপদে পড়ে গেছে। ওকে ধরে যখন বাইরে নিয়ে এলাম অনেকেই বলে উঠল—ও ঢ্যামনা সাপ, বেটাকে মেরে দাও, না হলে আবার ঢুকবে। আর একজন বলল—ও থাকলেই জাত সাপ

*—এরপর চারের পাতায়*

## ঘৃণায় জ্বলছে আউসগ্রাম

—প্রথম পাতার পর

আউসগ্রামের শুকাডাঙ্গা গ্রামে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও র‍্যাফ আদিবাসীদের বাড়িতে ঢুকে যে যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ও সেখানকার মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ঘরে ঘুমাতে পারে সেজন্য লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। বর্ধমান জেলার পুলিশসুপার ছাড়াও তিনি আউসগ্রাম থানার আই সি-কে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন যে, রাতের অন্ধকারে পুলিশ তাঁর বাড়িতে ঢুকে ঘর ভাঙচুর, ২০ বস্তা ধান, ৪০ কেজি চাল, ১০ কেজি গম লুট করেছে। এছাড়াও নগদ ৭৩০ টাকা এবং ৪ ভরি রুপোর গহনা লুট করেছে। শুধু তাঁর বাড়িই নয়, শুকাডাঙ্গায় অন্যান্য গ্রামবাসীদের ঘর থেকে আরো ২০ বস্তা ধান, ২০০ কেজি চাল, ৪০ কেজি গম, ৮৫০০ টাকা, ২০ ভরির মতো রুপো ও ২ ভরি সোনা লুট করে নিয়ে গেছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ যে, আউসগ্রামের রুস্তম শেখ-এর দোকান ও বাড়ি লুট করেছে পুলিশ। তিনিও পুলিশসুপারের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। আউসগ্রামের ঘটনায় পুলিশ এ পর্যন্ত চন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নামে এক তৃণমূল নেতা সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মিথ্যা মামলায় ধৃত সিপিআই(এম) নেতা সুরেন হেমব্রম-এর জামিন হয়নি। তাঁকে বিচারপতি ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

## নিশীথ অধিকারী প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

নেতা বিমান বসু, মদন ঘোষ, অচিন্ত্য মল্লিক, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অসীমকুমার রায়, অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্র, আইনজীবী সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য সহ বহু নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ।

তিনি নতুন চিঠি পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ও আজীবন গ্রাহক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে নতুন চিঠি পরিবারের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করেন জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

## শহিদ নিতাই দেবনাথকে স্মরণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি :** শহিদ নিতাই দেবনাথ-কে স্মরণ করলেন এলাকার মানুষ। সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর ৪ লোকাল কমিটির উদ্যোগে বড়নীলপুর মিলন সংঘের মাঠে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহিদবেদিতে মাল্যদান সহ স্মৃতিচারণ করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কালিশঙ্কর পাল। অন্যান্যরাও শ্রদ্ধা জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নিতাই দেবনাথ ১৯৭১ সালে ৩১ জানুয়ারি শাসকের ঘাতক বাহিনীর হাতে খুন হন। ৩ দিন পর বস্তাবন্দী দেহ উদ্ধার হয় কালনা রোডের রাইপুর-কাশিয়াড়া থেকে।

## প্রবীণ শিক্ষক বটুক ভৈরব রায় প্রয়াত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** প্রবীণ শিক্ষক ও এ.বি.টি.এ-র প্রবীণ সদস্য বটুক ভৈরব রায় (৮২) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি শিক্ষক আন্দোলনের নেতা আমোদবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ.এস.সি. ও বি.এড করেন। বর্ধমান বিদ্যার্থীভবন হাইস্কুল থেকে অবসর নেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী এক কন্যা এক পুত্রকে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে এ.বি.টি.এ. ও সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ।

## সাপ দেখলেই মারা উচিত নয়

—তিনের পাতার পর

আসবে, মেরে দাও। আমার গোয়ালে একটা ছিল গরুর দুধ খেয়ে নিত।

এ হল আমার অতিপরিচিত অভিজ্ঞতা। আজ পর্যন্ত যত সাপ উদ্ধার করতে গেছি তার মধ্যে ৭০ শতাংশই নির্বিষ এবং নিরীহ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতি সাপের প্রতিই মানুষের ঘৃণা যেন সমান। সাপ নামটা শুনলেই সবাই কেমন আঁতকে ওঠেন। অথচ ভাবুন এই প্রজাতিটা না থাকলে কি আমরা পাকা ফসল ঘরে তুলতে পারতাম? ইঁদুরে সব শেষ করে দিত। শুধু তাই নয়, কিছু ছোটো প্রজাতির সাপ যেমন চিতি, বেতআঝরা, হেলে, মেটেলি, এরা বিভিন্ন পোকামাকড় ও তাদের লার্ভা খেয়ে ফেলে। আমরা যদি এদের মেরে ফেরি তাহলে এসব পোকা-মাকড় ও ইঁদুর, কাঁকড়া প্রচুর বেড়ে যাবে। আমাদের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে। সকলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই প্রজাতিকে বাঁচাতে যেটা করা উচিত সেটা হল, সাপ সম্পর্কে কিছু সঠিক তথ্য জানতে হবে। যেমন (১) সাপ স্তন্যপায়ী নয়, সে কখনোই গরুর বাঁট থেকে দুধ খেতে পারে না। (২) প্রতিটি সাপের স্ত্রী পুরুষ আছে। তাই দাঁড়াস সাপ অন্য সাপকে ডেকে আনে এটা ভুল বরং একটা সাপ অন্য সাপের এলাকায় ঢোকে না। (৩) সাপ মানুষকে চিনে রাখতে পারে না, তাদের স্মৃতিশক্তি খুব কম।

সর্বোপরি একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সাপকে না মেরে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তারা যদি থাকার জায়গা পায় এবং তাদের খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহলে কখনোই আমাদের ঘরে ঢুকবে না। আমাদের মতো তারাও আমাদের এড়িয়ে যাবে।

## বিজেপি সরকারের প্রচার-সর্বস্ব বাজেট

—দ্বিতীয় পাতার পর

প্রকাশের কথাও বলা হয়নি।

নোট বাতিল যন্ত্রণার মলম হিসাবে এই বাজেটে কালো টাকার বিষয়টি অর্থমন্ত্রী অনেকবার উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিকে নগদে চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কালো টাকার ব্যবহার দেখা যায়। সেটি বন্ধ করার জন্য উনি বাজেটে দু'টি প্রস্তাব রেখেছেন। এক, রাজনৈতিক দলগুলি নগদে ২০০০ টাকার বেশি চাঁদা নিতে পারবে না (আগে এই ঊর্ধ্বসীমা ছিল ২০,০০০ টাকা)। দুই, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে যে কোনো পরিমাণ চাঁদা দিতে পারবে। এই বন্ডের আয়ু হবে এক মাস এবং বন্ডে ক্রেতার কোনো নাম থাকবে না। এখানে বলা যায়, এই নতুন বন্ড সোনা বা নগদ অর্থের মতোই কাজ করবে, যা দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে শিল্পপতিরা আগের মতোই অর্থ যোগান দেবে সংসদে তাদের 'লবি' তৈরি করার জন্য। আবার নগদে প্রদেয় চাঁদার ক্ষেত্রে রসিদের পরিমাণ বাড়বে, কালো টাকার পরিমাণ কমবে না। এটিকে বন্ধ করতে হলে নির্বাচনে প্রতি প্রার্থী পিছু ব্যয় ঊর্ধ্বসীমা ঠিক করে রাজনৈতিক দল পিছু ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং করপোরেট ফান্ডিং-এর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে—যা বিজেপি সহ কোনো দক্ষিণপন্থী দলই চাইবে না।

সম্ভবত বিশ্ব লগ্নিপুঁজির চাপে, এই বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে এফ.আই.পি.বি. (বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহদানকারী বোর্ড) তুলে দেওয়ার জন্য। মনে রাখতে হবে, এই প্রতিষ্ঠান শুধু উৎসাহই দেয় না, বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণও করে। এই প্রতিষ্ঠান তুলে দিলে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'Approval route' অর্থাৎ সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন উঠে যাবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে এমনকি নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী অতিসংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিতেও বৈদেশিক বিনিয়োগের অবাধ আগমণ ঘটবে। এই বাজেটে আর একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে এখন থেকে সরকারি ক্ষেত্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের শেয়ার বিদেশি স্টকএক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করতে পারবে। এর ফলে, খুব সহজেই বেসরকারিকরণ সম্ভব হবে এবং বিদেশি লগ্নিপুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটবে। এই লগ্নিপুঁজির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে শেয়ার বাজারে F.I.I অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি যে 'প্রমেশারি নোট' এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারে কালো টাকার রমরমা দেখা যায়, তার নিয়ন্ত্রণেরও কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অপরদিকে, এই বাজেটে F.I.I দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য দীর্ঘকালীন মূলধনী লাভের উপর কোনো কর বসানো হয়নি বা শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রেও নতুন কোনো করের উল্লেখ নেই। এই সব কারণেই সম্ভবত বাজেটের দিন দেশের শেয়ার বাজারে উত্থান লক্ষ্য করা গেছে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এই বছরের বাজেট দরিদ্র জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণপন্থী বাজেট হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে রইল। গরিব মানুষের 'আচ্ছে দিন' আসার বা মেক ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের প্রতিফলন এই বাজেটে দেখা গেল না। এটি মূলত ধনী এবং দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থেই রচিত হল। সবশেষে বলা যায়, এবারের বাজেট প্রথা ভেঙে ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা হল। আর একটি বিষয় রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেট-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর পিছনে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনকে অনেকে কারণ হিসাবে দেখছেন। কিন্তু আসল কারণ হল, এই বাজেটে বা তার আগের দিনের অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে বিমুদ্রাকরণের জন্য দেশে যে চরম বিপর্যয় ঘটেছে তা জনগণের সামনে প্রকাশ না করা।

আমাদের মতো কৃষি নির্ভরশীল দেশে কোনো অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যা থেকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং যার তথ্য ব্যবহার করে ব্যবহার উপযোগী বাজেট তৈরি করা যায়। এর জন্য দরকার মার্চ মাসে বাজেট পেশ করা। ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করলে, শুধুমাত্র অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত তথ্য ব্যবহার করা যাবে— তা থেকে প্রস্তুত করা বাজেট অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব বাজেট পেশের সময় এগিয়ে আনার আসল উদ্দেশ্য, আবার বলা যায়, নোট বাতিলের কুফলকে জনগণের সামনে না আনা।

## পিছু হটল প্রশাসন

—দ্বিতীয় পাতার পর

নেই। লাল ঝাণ্ডা নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ দুর্গাপুরকে বাঁচাতে পথে নেমেছেন। এই পরিস্থিতিতে পুলিশি সন্ত্রাস মানুষের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সিপিআই(এম) দুর্গাপুরের মানুষের কাছে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারবরণ অভিযানের ডাক দেয়। এর মধ্যে সিপিআই(এম) নেতা ও ই.সি.এল শ্রমিক পঙ্কজ রায় সরকার তাঁর কর্মস্থলে খাস কাজোরায় কোলিয়ারিতে কাজে যোগ দিতে গেলে তৃণমূলীরা হামলা চালায়। শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকার মানুষ তাদের ধরে ফেলে। পরে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা দুর্গাপুরের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। জনসুনামির আশঙ্কায় পুলিশ প্রশাসন সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে আলোচনায় বসার জন্য বারবার আবেদন করতে থাকে। লিখিত স্মারকলিপি নেবে এই শর্তে সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে এই কর্মসূচি ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখার কথা হয়। ইতিমধ্যে গ্রেফতারবরণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে হাজার হাজার মানুষ সিপিআই(এম) জোনাল দপ্তর আশিস জব্বার ভবনে সমবেত হন। তাদের সামনে পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলোচনার বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন রথীন রায়, সন্তোষ দেবরায়, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী ও নির্মল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

## ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি; ২। ১৯৬৩ সালের ৩১ জানুয়ারি; ৩। ১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, সিকিমের রাজার কাছ থেকে বার্ষিক তিন হাজার টাকায়; ৪। ১৯২৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, মামার বাড়ি সিউড়িতে। মৃত্যু ৮.৪.২০০৬; ৫। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি; ৬। ১৯৩০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি; ৭। ১৯৯৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি; ৮। বিজ্ঞানী চিন্তামণি নাগেসা রামাচন্দ্র রাও ২০১৪ সালে; ৯। বয়েড ডানলপ, ১৮৪০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি; ১০। চিত্তপ্রিয় ঘোষ। ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি; ১১। বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিস্টল, ১৮০৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, জন্ম ১৩.৩.১৭৩৩; ১২। ২০০৭ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি, জন্ম ৪.১০.১৯২১।

## নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি প্রশান্ত মণ্ডল পিতা রাজেন্দ্র মণ্ডল। গ্রাম ও পোঃ সামন্তী, থানা ও জেলা : বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম প্রশান্ত মণ্ডল। যা আধার কার্ডে এবং অন্যান্য নথিপত্রে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশন কার্ডে আমার নাম ভুলবশত মানু মণ্ডল নথিভুক্ত আছে। প্রশান্ত মণ্ডল ও মানু মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি লক্ষ্মী মণ্ডল স্বামী প্রশান্ত মণ্ডল। গ্রাম ও পোঃ সামন্তী, থানা ও জেলা : বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী মণ্ডল যা আমার আধারকার্ড ও অন্যান্য নথিপত্রে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশন কার্ডে আমার নাম ভুলবশত দগরী মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মী মণ্ডল ও দগরী মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বিজলী পাল স্বামী প্রয়াত গৌরচন্দ্র পাল। হরিনারায়ণপুর (সুড়িপুকুর), পোঃ বাজেপ্রতাপপুর, থানা ও জেলা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমি বিধবা মহিলা, আমি কোনো সরকারি সুবিধা পাইনি। আমি স্থায়ী বাসিন্দা। আমি এল.আই.সি, ব্যাঙ্ক সাহায্য, বে-সরকারি এবং সরকারি প্রকল্পের কোনো সাহায্য পাইনি। এটা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।


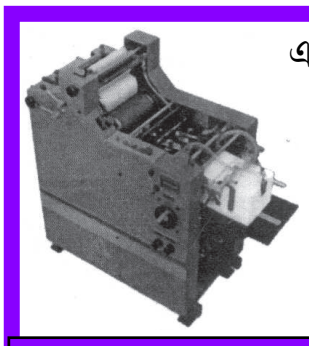

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

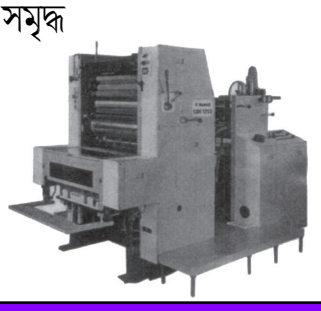

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা